

ভারতের
অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন

২০২৪

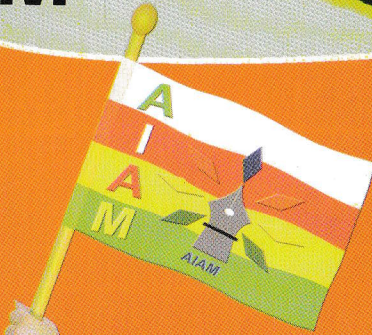
ভিত্তি

A

I

A

M



সারা ভারত
আর্য মহাসভা



সারা ভারত আৰ্য মহাসভা

(ভারতের নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি রাজনৈতিক দল)

ইজ্তাহার

২০২৪

লোকসভা নির্বাচন-২০২৪

সারা ভারত আৰ্য মহাসভা

নব হিমায়েতপুর, কৃষ্ণপুর

বীরভূম-৭৩১২৩৭

পশ্চিমবঙ্গ



বিভাস চন্দ্র অধিকারী

(সর্বভারতীয় সভাপতি, সারা ভারত আর্য মহাসভা)

আমাদের আবেদন, সকলের অভাব পূরণ

প্রিয় নাগরিকবৃন্দ। প্রতিশ্রুতি, মহাপ্রতিশ্রুতি, সুখ ও সমৃদ্ধির স্বপ্নের দোলাচলে আমরা এসে দাঁড়িয়েছি অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে। যার মূল উদ্দেশ্য ২০২৪ থেকে ২০২৯ আগামী পাঁচ বছর কোন্ রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিত্বরা আমাদের শাসন করবে বা দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই দল বা সেই দলের নেতা ও নেত্রীদের বেছে নেওয়ার জন্য অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতন্ত্রের দেশে এই বিরাট চ্যালেঞ্জ বা পরীক্ষা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। যাতে শুধু রাজনৈতিক দল বা তার নেতা ও নেত্রীরাই নন জনগণের বা যারা তাদের নেতা নেত্রীদের নির্বাচন করবেন তাদের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বিপুল সংখ্যক জনসংখ্যার দেশের ভবিষ্যৎ এই জন প্রতিনিধিত্ব বা সাংসদের হাতে ন্যাস্ত থাকবে আগামী পাঁচ বছরের জন্য। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন নির্বাচনে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসা ক্ষমতাসীন দল বা তার সহযোগী দলগুলি কেউই কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি পালনের শপথ নিলেও তা বাস্তবায়িত করেনি। কারণ তা সম্ভব নয়। কেননা রন্ধে রন্ধে দুর্নীতির ঘুন পোকা তাদের অস্থিমজ্জায় ঢুকে রয়েছে। তা থেকে তাদের বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। যার কারণটিও স্পষ্ট। তা হল তাদের ধর্মচ্যুত হওয়া। অথচ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্র কেমন হবে তার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে নাগরিকদের সুখে শান্তিতে রাখাই রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য। ‘সুখস্য মূলম্ ধর্ম’ ধর্মের মূলে রয়েছে অর্থ; ‘ধর্মস্য মূলম্ ধর্ম’। অর্থ বলতে শুধু টাকা পয়সা নয়, এর মূল ভিত্তি হল চতুর্ভুজ-বর্ণাশ্রম এবং চতুরাশ্রম ধর্ম পালন করা। এ থেকে স্পষ্ট হয় যে প্রজাদের পরমার্থ লাভের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য প্রজাবৎসল রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। রাষ্ট্রের কাজ হবে নাগরিক বা প্রজাদের ন্যায়ধর্মের পথে পরিচালিত করা। আবার নাগরিকদের দায়িত্ব হল যারা প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলেন, যারা ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে চ্যুত হয়েছে তাদের পরিত্যাগ করা এবং বিকল্পকে বেছে নেওয়া। ভারতবর্ষে এই আদর্শ বা নৈষ্ঠিক রাষ্ট্রগঠন করেছিলেন আর্যরা। সারা বিশ্বের যে সকল দেশ রাষ্ট্র পরিচালনায় আর্য নীতির অনুসরণ করেছে সেখানেই সুখ শান্তি ও স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই পথেই চলার জন্য আবেদন জানাই

বাংলার সুচিন্তিত জনগণকে। যার মূল উদ্দেশ্য এই ভারতের হাত গৌরব পুনরুদ্ধার করা, কেননা—ভারতবর্ষই আৰ্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। ভারতবর্ষ থেকেই আৰ্য সভ্যতা দিকে দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিলো। বেদ, সংহিতা ও পুরাণ শাস্ত্র অনুযায়ী আৰ্যতত্ত্ব আলোচনা করলেই দেখতে পাই আৰ্যদের সঙ্গে আৰ্য্যেতর বা অনাৰ্য জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ বর্ণিত রয়েছে। যা থেকে প্রমাণ হয় দিকে দিকে আৰ্যদেরই প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছে। ঋকবেদে সুদাস রাজার পরিচয় পাই; তিনি পৃথিবী জয় করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এবং পুরাণের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তার উল্লেখ আছে। মহারাজ সগর সপ্তদীপা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ করেছিলেন। তিনি কতগুলি ক্রিয়াহীন জাতিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তারা শ্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়ে দেশান্তরে বসতি স্থাপনে বাধ্য হয়েছিল। বৃধপুত্র পুরুববা সমুদ্র মধ্যস্থিত ত্রয়োদশটি দ্বীপ অধিকার করেছিলেন। এমন আরও অনেক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে যা থেকে প্রমাণ হয়— ভারতীয় আৰ্যদের পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে গতিবিধি ছিল।

ভারতবর্ষ থেকেই আৰ্যরা পূর্বদিকে, পশ্চিমদিকে, উত্তরদিকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্যার ওয়াল্টার রলে—যিনি ইংরেজি ভাষায় সর্বপ্রথম পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়নে যশস্বী হন। তার মতে, ‘ভারতবর্ষই মানুষের আদি বাসস্থান। ভাষার সাদৃশ্য, চিন্তার সাদৃশ্য, আকৃতি প্রকৃতির সাদৃশ্য প্রভৃতিতে একথা নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় আৰ্য আচার ব্যবহার, ভাষা ও ধর্মের সঙ্গে এক গভীর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।’ কর্নেল অলকটের মতে—‘সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার তুলনা করলে বেশ বুঝতে পারা যায়। ভারতবর্ষ থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন জনপদে সভ্যতার আলো সঞ্চারিত হয়েছিল।’ স্যার উইলিয়াম জোনস বলেন—‘প্রাচীন হিন্দুদের সঙ্গে প্রাচীন পারসিকদের, ইথিওপিয়াদের, মিশরবাসীদের, কিনিয়বাসীদের, গ্রিকদের, টাস্কান জাতির, সিদিয়ান এবং গথদের, কেল্টদের, চীনা, জাপানী ও পেরুভীয়দের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়।’ মিশর দেশকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অনেকে সভ্যতার আদিস্থান বলে মনে করেন ঠিকই কিন্তু ভারতীয় আৰ্য সংস্কৃতিই মিশরের গৌরব গরিমা প্রতিষ্ঠার মূলে। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে যারা শাসন ক্ষমতার সিংহাসনে বসেছে তারা অন্য দেশের কাছে নতজানু হয়ে বা বিভিন্ন উপযাচিত সাহায্য সহযোগিতার ভেট উপহার পৌঁছে দিয়ে ৫৬ ইঞ্চি ছাতি ফুলাতে ব্যস্ত রয়েছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের হুমকির সামনে বর্তমান রাষ্ট্র পরিচালকরা মাথা নিচু করে আত্মসমর্পণ করছেন। যার তীব্র নিন্দা না করে পারছি না।

আমরা চাই প্রাচীন ভারতের গৌরব, সৌভাগ্য, শৌর্য, বীর্যের যে বিবিধ উন্নতি তা ফিরিয়ে আনতে। প্রাচীন ভারতবর্ষ সর্ব বিষয়ে যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল, সকল সম্পদের কেন্দ্রভূমি ছিল, ভারতবর্ষের জ্ঞান গরিমার আলোয় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ আলোকিত হয়েছিল, ভারতবর্ষের প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে সকল দেশেই মাথা অবনত করেছিল। সকলের আদিত ভারতের প্রভাব পূর্ণ বিদ্যমান ছিল তা ফিরিয়ে আনাই আৰ্য মহাসভার লক্ষ্য। বর্তমান শাসকরা কয়েকদশক ধরে এমন একটি সরকার পরিচালনা করে চলেছে যা চূড়ান্ত অপদার্থতার নজির গড়েছে, সাধারণ মানুষকে আইনের শাসনের নামে স্বৈরাচারিতা গণতন্ত্রের নামে পরিকল্পিত সূক্ষ্ম শোষণতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষে মারছে। তাই হাহাকার, হতাশা, দুঃখ, কান্নার রোল রাজ্যে রাজ্যে, জাতিতে জাতিতে, নারী পুরুষে সর্বশ্রেণীতে, সর্বস্তরে রয়ে গেছে।

এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সারা ভারত আৰ্য সমাজ ভারতের নির্বাচন কমিশনের স্বীকৃতি প্রাপ্ত একটি রাজনৈতিক দল যাদের উদ্দেশ্যে এই পরিস্থিতি থেকে দেশকে বের করে আনা। উন্নয়ন ও প্রগতির স্বার্থে, সুখী ও শান্তিপূর্ণ নাগরিক ও সমাজজীবন গড়তে আসন্ন অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে বাংলার সব জনগণের কাছে আশীর্বাদ বা দোয়া প্রার্থনা করছি। আৰ্য মহাসভার স্বপ্ন নতুন ভারত গড়ে তোলা। প্রতিষ্ঠিত জনহিতের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া দলগুলি দেশকে সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে তা থেকে বের করে আনা।

সেই কাজটি সহজ নয় বরং বলা উচিত যথেষ্ট কঠিন, কিন্তু সেই কঠিন কাজটি করে দেখতে হবে বাংলার জনগণকে। ঠিক যেমন করে এই বাংলা একদিন ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রামমোহন, রবীন্দ্রনাথের মতো বাংলার মনীষীরাই তো এই বাংলাকে শিক্ষা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, সংস্কৃতিতে, কলা, কৃষ্টিতে প্রথমস্থানে পৌঁছে দিয়েছে। বর্তমান বাঙ্গালীরাও তা পারবে এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাদের সেই নতুন চিন্তা ভাবনার মত প্রকাশের সুযোগ করে দিতেই সারা ভারত আৰ্য মহাসভার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ। লক্ষ্য একটাই যাদের উন্নয়নের ইতিবৃত্তকে ছাড়িয়ে গেছে কেলেকারির ইতিবৃত্ত। যাদের শোষণ, প্রবঞ্চনা, জালিয়াতি সমাজের সর্বশ্রেণীর ঐক্য, শান্তিকে কলঙ্কিত ও বিঘ্নিত করেছে। সরকারের ঘনিষ্ঠ পুঁজিপতিরা বিনাবাধায় ইচ্ছামতো শোষণ ও লুণ্ঠন চালাচ্ছে। আর তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছে সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া মুখোশধারি রাজনৈতিক দল ও

তাদের নেতা নেত্রীরা তাদের জনগণকে শাসন করার নৈতিক অধিকার থাকা উচিত নয়। কারণ তাদের জন্যই সাধারণ মানুষের জীবন জীবিকা বিপন্ন, টিকে থাকা তো দূরস্ত বহু মানুষ আজ অবলুপ্তির পথে। অনিশ্চয়তা, দ্বন্দ্ব, হিংসা ও সন্ত্রাসের কারণে দেশের গণতান্ত্রিক অধিকার সংকটাপন্ন। তাই আমরা চাই ভারতবর্ষের শান্তি, সংহতি রক্ষা করে তার অগ্রগতি ঘটাতে। আমরা সর্বক্ষেত্রে, সর্বক্ষেত্রে, সব মানুষের প্রগতি, উন্নয়ন ও নিরপেক্ষতার মন্ত্রে বিশ্বাসী দল। আমরা এও বিশ্বাস করি বাংলার মানুষের স্থিতিপ্রজ্ঞ বুদ্ধি বিবেচনায় এতকাল যেভাবে তারা নানা সময় পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

সারা ভারত আর্থ মহাসভার প্রতিশ্রুতি দলতন্ত্র নয়, প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। দুর্নীতি মুক্ত স্বচ্ছ দায়বদ্ধ সাংসদ তৈরি করা। যারা নির্বাচকদের পাশে সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়াবেন। একবার জয়লাভ করতে পারলেই তার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত সাতটি বিধানসভা ক্ষেত্রের মানুষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, চলে আসা লাগাতার নিপীড়ন, শোষণ, অত্যাচার দেখেও চুপ করে থাকবেন এমনটা নয়। (যা সম্প্রীতি এই রাজ্যের সন্দেশখালির ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।) আবার একদলের নেতা মন্ত্রীদেব সঙ্গ অন্যান্যদলের নেতা মন্ত্রীদেব হাতাহাতি, মারামারি বা খুনোখুনির রাজনীতি যে সারা ভারত আর্থ মহাসভা ঘৃণা করে এবং তা থেকে দূরে থাকবে সেই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমরা। বিপর্যস্ত দেশের চেহারা নতুন উন্নত, প্রগতিশীল, সর্বধর্মসম্মেলনের অঙ্গীকার করেছে সারা ভারত আর্থ মহাসভার মনোনীত প্রার্থীরা।

আমাদের মন্ত্র হোক সৎ বা সত্তার পথে আত্মনির্ভর হয়ে ওঠা। লাগামহীন ভোগবাদের চাহিদাকে বাজার অর্থনীতি নামের মোড়কে না ঢেকে চাহিদা কমানো বা শূন্য করে সুখে থাকার রাস্তা তৈরি করা। শান্তি ও সুখের পথে প্রাকৃতিক পরিবেশকেও রক্ষা করা। নাগরিক অধিকারগুলি যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে তেমনি নাগরিক কর্তব্য পালনে জনগণকে সচেতন করা। অভাবের মেকি বিলাসিতার অসুখকে দূর করে মানুষকে প্রকৃত সুখের রাস্তায় নিয়ে আসা। এ ভারতবর্ষে তাদের বিচরণ দেবভূমি। যার সমাজ গড়ে ওঠার পিছনে ছিল মহাভারতের সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে বনপর্বে বকরূপী যক্ষ, যুধিষ্ঠিরকে যে প্রশ্ন করেছিলেন সুখী কে? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন অশ্বিনী, অপ্রবাসী দিনান্তে একবার যে শাক্যন খেয়ে জীবন ধারণ করেন সেই প্রকৃত সুখী। অথচ সারা দেশ জুড়ে মানুষকে কিভাবে ঋণের জালে জড়িয়ে—তার জীবনকে

দুর্বিষহ করে তোলা যায় সেই চেষ্টায় মগ্ন সরকার, ব্যবসায়ী, বাজার মালিক, লগ্নিকারী সকলেই। আমরা এর বিপক্ষে। আমরা মানুষের পাশে। কারণ মানবজাতির মনুষ্যত্বকে সমৃদ্ধ করা, সম্মান করা তাকে দৃঢ় ভিত্তি দেওয়াই তো আমাদের লক্ষ্য। ভারতের হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা সাধন মন্ত্রে ঈশ্বরের যে অভয়বাণী আজও গঙ্গা-যমুনায় স্রোত ধারায় বয়ে চলেছে সাধু বা মহাত্মাদের পরিব্রাজন করতে, দুষ্কৃতিদের বিনাশে, ধর্ম সংস্থাপনে যুগে যুগে তিনি অবতীর্ণ হবেন। ভগবানের মুখ নিঃসৃত এই বরাভয়কে পাথেয় করেই পথচলা শুরু করছি আমরা। শুরুতেই এক বর চ্যালেঞ্জ এই অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন। যার ফলাফলের উপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। তাই সকল নাগরিকদের কাছে আবেদন করবো আপনার সুচিন্তিত মতামত যেন কোনভাবেই কোন মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে না পড়ে। যাতে গড়ে উঠতে পারে জনগণের সরকার। যারা বুঝবে সকলের দরকার। হবে সার্বিক ও সমষ্টির উন্নয়ন। দেশের প্রতিটি প্রান্তে প্রতিটি জাতির মানুষ নির্ভয়ে মুক্ত মনে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। দেশের অগ্রগতিতে এই বাংলা আবারও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে আপনাদের সকলের সমর্থনে গড়ে ওঠা সারা ভারত আর্থ মহাসভা।

তাই আমাদের লক্ষ্য

- রেল ও সড়ক পরিবহণে ব্যবস্থাতে আরও উন্নত করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের নাগালের মধ্যে রাখা। লাগামহীন ভাড়া বৃদ্ধি না করা।
- যানবাহন পরিকাঠামো সস্তা ও উন্নত হলেই মানুষের নাগালে এসে যাবে কাজের সহজ সুযোগ। একরাজ্য থেকে অন্যরাজ্যে কাজ করা বা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অসুবিধা হবে না।
- মানুষের দুঃখ দুর্দশা উপলব্ধি করার জন্য আমূল সংস্কার করা হবে বিভিন্ন কমিশনের। যাতে তারা প্রকৃত সমস্যা উপলব্ধি করে সমস্যার বাস্তব সমাধান করতে পারেন।
- দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা কিন্তু বিরাজ করছে আমাদের শাসন সংহিতায়। যোগ্য মানুষকে যোগ্য স্থানে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা সংবিধানে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে যোগ্যতার মাপকাঠিতে নেতা মন্ত্রীদেব নির্বাচন করার সুযোগ নেই। বিষয়টি ভাবা প্রয়োজন।

- লোকসভা হোক বা বিধানসভা অথবা স্থানীয়স্তরের যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া উচিত সেই অঞ্চলের মানুষেরই যারা ভূমিপুত্র। কিন্তু তা না হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই জনগণ বিশেষ প্রয়োজনেও তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পাশে পান না। সেই জন দরবার চালু করা একান্ত প্রয়োজন। তা সাপ্তাহিক না হোক, পাক্ষিক বা মাসিক অবশ্যই সরসরি পৌঁছানোর সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
- মন্ত্রীপরিষদ গঠনে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের নির্দেশিত প্রাচীন ভারতের আর্থ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলের সহাবস্থানে তৈরি হবে মন্ত্রীপরিষদ বা ক্যাবিনেট। আর তাদের কাজের পর্যালোচনাও জরুরী।
- রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির ক্ষেত্রে ক্ষতিকর কোন বিষয়ে আপোষ না করা। অস্তিত্ব ধ্বংসকারী লোককে প্রশ্রয় না দেওয়া ও সেই ব্যক্তি যে জাতি বা সম্প্রদায়েরই হোক তার নিন্দা না করা।
- নীতিহীন রাজনীতির অবলুপ্তি ঘটানো। সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা। একনিষ্ঠ সক্রিয় সংবেদনশীল প্রশাসন গড়ে তোলা।
- ভারতীয় রাজনীতির সাম, দান, ন্যায়, দণ্ড, নীতি ভেদ র রাজধর্ম রক্ষার পবিত্র কর্তব্য যাতে একটুও অন্যায় বা অধর্ম প্রবেশ করতে না পারে সেই দিকটিতেও সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া।
- ভারতের রাষ্ট্রীয় মন্ত্র সত্যমের জয়তে যা মুণ্ডক উপনিষদ থেকে প্রাপ্ত। গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভের ধর্মচক্রের গরিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।
- দেশের বিচারালয় বা ন্যায়ালয় যেটি প্রকৃতই ধর্মস্থান স্বরূপ, তার সম্মান ও মর্যাদা যাতে নষ্ট না হয়, যাতে ন্যায় ধর্ম থেকে দেশের একজন গরিব মানুষও বঞ্চিত না হয় সে দিকটিতেও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি দেওয়া। যাতে সকলেই ন্যায় বিচার পায়।
- যে কোন ধরনের হিংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স বা আপোষ না করা।
- কোনরকম রাজনৈতিক হিংসা বা জাতিগত হিংসাশ্রয়ী নোংরা রাজনীতিকে দূরে ছুঁড়ে ফেলা।
- দেশের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের বাছাই এর ক্ষেত্রেও মনে রেখেছি শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের সতর্কবাণী। “নেতা যেথায় সাহস্রত নয়/সাহস্রত

স্বার্থ করেই ক্ষয়/নেতার রইলে কু-উজ্জ্বল/ক্ষয়েই চলে দেশ ও জন।।” কারণ নেতারাই যে দেশ গড়ার কাণ্ডারি। তাই, “থাকলে আদর্শে ব্যতিক্রম/জাতির ঘটায় মতিভ্রম।”

- মানব সম্পদ উন্নয়নের স্বার্থকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া। প্রবৃত্তি পোষিত জাগতিক চাহিদা পূরণ নয়। মানুষের জিনগত সম্পদকে সংরক্ষণ করে শুদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তোলার উপর সর্বোচ্চ স্তরে গুরুত্ব দেওয়া।
- সমাজের মূলে যে বিবাহ। সেই বিবাহকে সু-সংস্কারে পরিণত করা।

ভারতবাসী ও পশ্চিমবঙ্গের সুচিন্তক নাগরিকদের জন্য আমাদের

“প্রতিশ্রুতি”

কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি
সকল উন্নয়ন হবে
কর্মসংস্থানমুখী।

....

মাথা উঁচু করে বলব আমরা ভারতবাসী
সকলের স্বপ্ন পূরণ, সকলের মুখে হাসি।

....

সরলক দলতন্ত্রের কালাপাহাড়
গড়ে উঠুক জন গণতান্ত্রিক সরকার।

....

আর্য মহাসভা
ওড়াবে সুখ, শান্তি উন্নতি ও আনন্দের ধ্বজা।

ভারতবর্ষের অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। একসময় ভারতে উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্য সামগ্রীর সারা বিশ্বের বাজার দখল করেছিল। এশিয়া মাইনরের দেশগুলিতে তো বটেই। আর গোটা দেশের মধ্যে বাংলা ছিল কৃষিজাত পণ্য ও কৃষিজাত শিল্পে অগ্রবর্তী রাজ্যগুলির প্রথম সারিতে। পরাধীন ভারতে বাংলার চাষিদের নীল চাষে বাধ্য করতে কি অত্যাচারই না হয়েছে কৃষকদের উপর। এখন নীলকরদের অত্যাচার নেই ঠিকই কিন্তু কৃষকদের উপর মহাজনদের শোষণ বা নিপীড়নের শেষ নেই। প্রতিবছর সারা দেশে কয়েক হাজার কৃষক এই ঋণভারে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। আর এই বিষয়ে মহারাষ্ট্র হোক বা কর্ণাটক, বিহার হোক বা বাংলা সব রাজ্যেই একই চিত্র। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে যেমন সে নিরুপায় তেমনি আবার ফোড়ে বা দালালদের কাছে ফসলের ন্যায্যদাম না পেলেও তা বিক্রি করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতে যারা দেশের মানুষের অন্নদাতা তারাই রয়েছেন অন্নহীন, আনন্দহীন চরম দুর্দশাগ্রস্থ। শুধু তাই নয় কৃষকদের দাবী দাওয়া প্রতিও সরকার চির উদাসিন, উপেক্ষিত রয়ে গেছেন তারা।

তাই আমাদের পরিকল্পনা

- কৃষি নির্ভর জনগণের নিরাপত্তা বাড়ানো ও দুরবস্থা দূর করা।
- উন্নত মানের কৃষি প্রক্রিয়া অবলম্বন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
- কৃষি বিজ্ঞানী ও কৃষকদের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা যাতে কৃষক বা চাষিরা তাদের প্রয়োজনমূলক উপদেশ বা পরামর্শ পেতে পারে।
- ভৌগলিক অঞ্চল অনুযায়ী শস্য উৎপাদন প্রচলন করা। এক্ষেত্রে সরকারের সবরকম সহায়তা দেওয়া।
- সারাদেশে কৃষকদের জন্য অভিন্ন শস্যবিমা চালু করা।
- কৃষকদেরও উৎসাহিত করতে বার্ষিক বিশেষ সম্মান বা পুরস্কার প্রদান।
- জমির উর্বরতা বজায় রাখার জন্য কৃষকদের সহায়তা করা।
- কৃষকদের সহজ ঋণদান ও সামান্য সুদে তা পাওয়ার সুযোগ।
- শস্য সংরক্ষণে সারা দেশে সস্তায় চেন (হিমঘর) কোল্ড স্টোরেজ স্থাপন করা।

- লাভজনক শস্য উৎপাদনের জন্য চাষিদের প্রশিক্ষিত করা।
- ফসলের নষ্ট বা অপচয় যাতে না হয় কৃষকদের সেই মত সহায়ক ব্যবস্থাপনা প্রদান।
- চাষ আবাদের জন্য জলসেচ ব্যবস্থা নিবিড় করতে হবে।
- শস্য উৎপাদনে ব্যবহৃত সার, কীটনাশক সস্তা দামে চাষিদের নাগালে পৌঁছে দিতে হবে।
- কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত পশুজাত পণ্য উৎপাদনে। যেমন—মাংস, দুধ, ডিম। এগুলির উৎপাদনে কৃষকদের উপযুক্ত সহায়তা দেওয়া। যেমন—ছাগলছানা, মুরগী বা হাঁসছানা বিতরণ। পোল্ট্রি ফার্মিং-এ সহায়তা দান।
- দেশে ফুল, গৃহ সজ্জার উপযুক্ত উদ্ভিদ, ওষুধি বৃক্ষ, লতাপাতার চাহিদা অনুযায়ী তা পূরণ করার জন্য চাষিদের উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া।
- ফুল চাষ ও ফুল রফতানির সুযোগকে আরও প্রসারিত করা। এক্ষেত্রে কর্ম সংস্থানের সম্প্রসারিত সুযোগ রয়েছে সেটি বাস্তবায়িত করা।
- কৃষিকাজের তত্ত্বাবধানে সরকারের যোগসূত্র হিসাবে কাজ করুক পঞ্চায়েতগুলি।
- দেশ জুড়ে আরও বেশি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা।
- কৃষিজাত শিল্প উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া, এক্ষেত্রে পৃথক ক্লাস্টার তৈরি করা।
- চাষের কাজে পর্যাপ্ত জলের প্রয়োজন মেটাতে জলাশয় ও পুকুর খনন করা।
- রক্ষ অঞ্চলগুলিতে জলের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ।
- কৃষি ও গো-পালনে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে।
- ভূমি ব্যাঙ্ক তৈরি করা ও তা থেকে যোগ্য প্রাপকদের জমিদান।
- বাস্তবহীন বা আশ্রয়হীন কৃষকদের জন্য ক্লাস্টার বাসস্থান তৈরি করা।
- কৃষকদের জন্য পৃথক স্বাস্থ্যবীমা চালু করা।
- উন্নত বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলা।
- বিদ্যুৎহীন এলাকায় বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করা।
- অ-সেচসেবিত এলাকাকে সেচসেবিত করে তুলতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া।
- কৃষিক্ষেত্রে সংযুক্ত বহুমুখী যোজনা গ্রহণ।
- দেশে আবারও কৃষি বিপ্লব ঘটানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

শিক্ষা

দেশের শিক্ষার অবস্থা বেহাল। বিশ্বের প্রথম ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় দেশের দু-একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান রয়েছে। অথচ এ দেশে মেধা বা উৎকর্ষতার অভাব নেই। কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষা সর্বক্ষেত্রে রাজনীতি অনুপ্রবেশ করায় শিক্ষার সর্বনাশ ঘটেছে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে তেমনি আবার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি শিক্ষার মান খারাপ বলে রটিয়ে দিয়ে শিক্ষার সামগ্রিক বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। বেসরকারি স্কুলগুলি আদতে একটা শিক্ষা খামারে পরিণত। সর্বশ্রেণীর মেধাসম্পদের বিকাশ উপযোগী পরিবেশ তৈরির দিকে কোন সরকার কখনো মনোযোগ না দেওয়ায় যা হবার তাই হয়েছে। শিশু শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা বাজারী পণ্যে পরিণত। আর তার ফলে রক্কে রক্কে দুর্নীতিও বাসা বেঁধেছে। অথচ সমাজের সর্বস্তরে প্রকৃত শিক্ষার আলো না পৌঁছলে সমাজ পিছিয়ে থাকবে। এই সাধারণ উপলব্ধি টুকুও বুঝতে ভুল করছে কেন্দ্রের সরকার ও এ রাজ্যের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল ও আগের সরকার। প্রবৃত্তি পরিপোষিত শিক্ষায় শিক্ষার সাফল্য আসবে না। তাই দেশে অষ্টাচার, ব্যাভিচার, দুর্নীতি ক্রমবর্ধমান।

আমাদের লক্ষ্য

- নিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো গড়ে তোলা।
- সেই শিক্ষাক্রম চালু করা যা দেশের চিন্তা চেতনের উন্মেষ ঘটাবে। জাতীয়তাবাদ বা দেশের প্রতি তাদের কর্তব্য নিষ্ঠা করবে।
- বাংলাতেই প্রথম নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছিলো। শিক্ষার আলোয় যে সংস্কারমুক্ত উদার, যুক্তিবাদী মন তৈরি হয় সেই শিক্ষাক্রম ফিরিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষাকে বহন না করে বাহন করে তুলতে হবে।
- সর্বশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মেধা সম্পদের বিকাশের আদর্শ পরিবেশ তৈরি হবে।
- স্কুল পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে হবে, পানীয় জলের বন্দোবস্ত, শৌচালয় এই ন্যূনতম স্বাচ্ছন্দ্য এখনো অনেক জায়গায় অভাব রয়েছে।
- শিক্ষা দফতরের প্রশাসনিক ব্যর্থতা সার্বিকভাবে দূর করা হবে। তাদের দায়বদ্ধতা বাড়ানোর উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

- কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণগুলিকে রাজনীতি মুক্ত করা হবে।
- শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয় পারিবারিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দান।
- কোঠারি কমিশন ও যশপাল কমিটির রিপোর্ট পরিপূর্ণরূপে কার্যকর করা হবে।
- পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁশ, নকল করার প্রবণতা এইসব ক্ষেত্রে কোন আপোষ করা যাবে না।
- লিঙ্গ বৈষম্য, র্যাগিং, বর্ণ বৈষম্য কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়কে যাতে কলুষিত না করে সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হবে।
- শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়নে একটি উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স গঠন করা। প্রয়োগমূলক বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত করা।

স্বাস্থ্য

দেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এখনো কতখানি অন্তঃসারশূন্য তার প্রমাণ তো আমরা করোনাকালে প্রত্যক্ষ করেছি। সারা দেশে হাসপাতালে বেডের অভাব, অক্সিজেন সিলিন্ডারের অভাবে রোগীর মৃত্যু, জীবনদায়ী ওষুধের কালোবাজারি এমনকি ওষুধ বা চিকিৎসার যত্নপাতি বা সরঞ্জামের অপ্রতুলতা দেখিয়ে দিয়েছে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের গলা উচিয়ে সাফল্য দাবী করার চেষ্টা কতখানি হাস্যকর। শুধু তাই নয় সরকারি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার সুযোগ এখনো অপ্রতুল। যার কারনে হাসপাতালের দরজায় দরজায় ঘুরে শেষে বিনা চিকিৎসায় মরতে হয় সাধারণ মানুষদের। আর বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোমগুলিতে অর্থের বিনিময়ে মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করে।

দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অদক্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত পরিষেবা নিম্নবিত্ত বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জীবনে এক অশনি সংকেত নিয়ে এসেছে। মানুষ তার প্রাপ্য স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে, নারী ও শিশুকল্যাণ নিয়ে, কমদামের ওষুধ দেওয়া নিয়ে প্রতিযোগিতা বা চাপানউতোর চলে ঠিকই কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু অন্যরকম। চিকিৎসার সঙ্গে পরিষেবা যে শব্দটি জড়িয়ে রয়েছে তার কতটুকু জোটে আমনাগরিকদের কপালে তা বলাই বাহুল্য। আর ধনীদের কপালে হয়তো তা জোটে কিন্তু তার

জন্য তাদেরও মাশুল গুণতে হয়। অনেক সাধারণ মানুষতো সর্বশান্ত হয়ে পথে দাঁড়াতে বাধ্য হয় হাসপাতালগুলোর অর্থদণ্ডে। এই পরিস্থিতি জেনেই—

আমাদের লক্ষ্য

- সকলের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
- প্রসূতি ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো।
- চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির মান উন্নত করা।
- গ্রামীণ ক্ষেত্রে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়ন।
- স্বাস্থ্যবীমা বা হেলথ কার্ড যথোপযুক্তভাবে প্রয়োগ করা, সরকারি হাসপাতালে মানুষের চিকিৎসা ব্যাবস্থার উপর আস্থা ফেরাতে উদ্যোগ।
- সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এইমস-এর মত আরও হাসপাতাল তৈরি।
- হাসপাতালগুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর নজরদারি চালানো।
- স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উপর নজর রাখার জন্য একটি বিশেষ কমিটি, জন অভিযোগ কেন্দ্র খোলা।
- বিভিন্ন জেলার দূর অঞ্চল থেকে শহরে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীর পরিবারগুলির আপৎকালীন আশ্রয় বা থাকার ব্যবস্থা করা।

শিল্প

শিল্প বিপ্লব আমাদের দেশে ঘটেনি ঠিকই, কিন্তু একসময় ভারতবর্ষের বহু রাজ্যের একাধিক অঞ্চল শিল্পোন্নত দেশগুলির মতো কলকারখানার আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠত। পশ্চিম বাংলাতেই তো হাওড়া, লিলুয়া, বার্নপুর্, হিন্দমোটর, টিটাগড়, কল্যাণী, দুর্গাপুর্, আসানসোল, অভাল এমন কত নামই উঠে আসবে যেগুলি শিল্প মানচিত্রে একসময় উজ্জ্বল ছিল। কিন্তু বাম জমানা ভুলনীতি ও শিল্প বিরোধী কমবিমুখ কর্মী আন্দোলনে বড় বড় ভারী শিল্পে একের পর এক তালা বুলেছে। বাম জমানার শেষ দিকে নন্দীগ্রাম বা সিঙ্গুরকে কেন্দ্র করে শিল্প সহায়ক পরিবেশের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে শিল্পমহলে,

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই চেষ্টাও সফল হয়নি। সিঙ্গুর থেকে টাটার কারখানা চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। নন্দীগ্রামে কেমিক্যাল হাব গড়ে ওঠেনি। হলদিয়া পেট্রো কেমিক্যাল চলছে খুঁড়িয়ে। বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া, শিল্প বান্ধব পরিবেশ তৈরি করা। এসব জরুরী থাকলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। আর বর্তমান সরকার বিরোধী আসনে থাকার সময় শিল্প বিরোধী যে জঙ্গি আন্দোলন করেছে তাতে তার যে ভাবমূর্তি শিল্প ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে যার ফলে কোন ভারী শিল্প এ রাজ্যে বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক হয়নি। এ রাজ্যের শিল্পপতিরাও শিল্প গড়ার লাইসেন্স পেতে বিলম্ব জটিল প্রক্রিয়া ও সর্বপরি স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের শিল্প বিনিয়োগকারীদের উপর নানা ধরনের জুলুম এ রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও শিল্প বিনিয়োগের পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন হলেও সম্পূর্ণ অনুকূল নয়।

কোথাও শিল্পের জন্য জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে, কোথাও শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত জল, বিদ্যুৎ, যান চলাচলের পরিকাঠামো এখনো পর্যাপ্ত নয়। যার প্রমাণ স্বাধীনতার এত বছর পর দেশের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মেক ইন ইন্ডিয়া বা স্টার্ট আপ স্লোগান সহ শিল্পক্ষেত্রে নানা সুযোগ সুবিধা দেবার ঘোষণা করেছে। কিন্তু তেমন ভারী শিল্প কোথায়? যার ফলে কর্মসংস্থানমুখী শিল্প কারখানা তেমন পরিমাণে গড়ে ওঠেনি।

তাই আমাদের প্রতিশ্রুতি

- সারা দেশে এক সার্বিক শিল্প নীতি গড়ে তোলা।
- যেখানে যে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে সেখানে সেই শিল্প গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ।
- শিল্পে লগ্নী ও বিনিয়োগকারীদের সর্বরকমের সুযোগ সুবিধা পেতে অগ্রাধিকার দেওয়া।
- দেশীয় শিল্পপতিদের শিল্প বিকাশে প্রয়োজনে ঋণ পাওয়ার সুবিধা।
- শিল্পের স্বার্থরক্ষায় সর্বরকম প্রতিবন্ধকতা দূর করা।
- কর্মসংস্থানমুখী শিল্প গড়ে তোলার দিকে উৎসাহ দেওয়া।
- পণ্য রফতানি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া।
- বন্দর ও সড়ক পরিবহণ ক্ষেত্রকে আরও উন্নত করা। যাতে কলকারখানার

উৎপাদিত পণ্য খালাস ও আমদানিকৃত মাল ওঠানামা ও সরবরাহ সময় অপচয় খরচ কমে।

- ❖ বিদেশের বাজার ধরার জন্য আন্তর্জাতিক শিল্প মেলাগুলিতে দেশীয় শিল্পপতি ও বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া।
- ❖ শিল্পপতি তোষণ নয়, আবার শিল্পের জন্য জমি বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা দূর করার জন্য একটি শিল্প ম্যাপ তৈরি করা। যা থেকে কোথায় কোন শিল্প আছে তাও যেমন জানা যাবে তেমনি কোন শিল্পের জন্য বিশেষ যে জমির প্রয়োজন তাও এক লহমায় চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। তাই সঠিক ল্যান্ড ব্যাউক ও বিনিয়োগ সম্ভাবনার সুযোগ ক্ষেত্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
- ❖ শিল্পের জন্য ব্যবহার করা জমির একটি স্বচ্ছ ভূমি নীতি গ্রহণ করা হবে।
- ❖ সরকারি পরিকাঠামোকে অক্ষুন্ন রেখে বেসরকারি বিনিয়োগকে সম্প্রসারিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ।
- ❖ যে যে শিল্প ক্ষেত্রে উজ্জীবনের সম্ভাবনা বর্তমান সেগুলির একটি বর্ধিত তালিকা তৈরি করা।
- ❖ শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত জলের যোগান ও নির্গত জল দূষণমুক্ত করে তা নিকাশির উপযুক্ত ব্যবস্থা।
- ❖ শিল্প অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা। ওয়ার্ক কালচার ফিরিয়ে আনা।
- ❖ কর্মসংস্থানমুখী শিল্প প্রাধান্য পাবে।
- ❖ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে উপেক্ষা বা অবহেলা নয়। এই ধরনের শিল্পকে আরও বিকশিত হতে সরকার ঋণদানে ও অন্যান্য সাহায্যের দিকটিতে সহায়ক ভূমিকা নেবে।
- ❖ শিল্প সংগঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, সেদিকটিতে খেয়াল রাখা হবে। শহর ও জেলাস্তরে সড়ক যোগাযোগের আরও উন্নতি ও সম্প্রসারণ।
- ❖ শিল্পস্থাপনে লাল ফিতের চাপমুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে। লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র যত দ্রুত সম্ভব লগ্নিকারির খাতে তুলে দেওয়া।
- ❖ কাটমানি বা দলীয় সিডিকেট শিল্প বিনিয়োগে সমস্যা হবে না।

সংস্কৃতি

যে কোন জাতির মানুষের জীবনের সার্বিক বিকাশ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বা পরিবেশের উপর নির্ভর করে। তার রুচি, খাওয়া দাওয়া বা জীবনের বৈচিত্র্য এই সাংস্কৃতিক বাতারণ প্রভাবিত করে। দীর্ঘদিন পরাধীন থাকা এ দেশের জাতির জীবনে নানা ধর্মের নানা বর্ণের প্রভাব পড়েছে। পশ্চিমী সংস্কৃতি তার জীবনকে যেমন প্রভাবিত করেছে আবার ভারতবাসী তার চিরাচরিত সংস্কৃতি রীতি নীতি ভুলতে বসেছে। এর ফলে আজ অপসংস্কৃতি বা যেটি জীবনের অগ্রগতির বিপরীত সেই পরিবেশ তার জীবনকে কলুষিত করেছে। তাই প্রয়োজন রুচিশীল সুস্থ সংস্কৃতি। ভাল মানুষ সৃষ্টি করতে হলে আর্থ কৃষ্টির মধ্যে থাকা কলাকৌশল আরও ছড়িয়ে দিতে হবে। সুসংস্কৃতির বন্ধন আমাদের জাতীয় জীবনকে আরও দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবে।

এই তালিকার বাইরেও অনেক কাজ আছে। সুধী নাগরিকদের কাছে আবেদন, কেন্দ্র সরকার গড়ার কাজে সামিল হন। সারা ভারত আর্থ মহাসভার প্রতিনিধিরা আপনারই প্রতিকল্প। উন্নয়নের যজ্ঞকে সাফল্যমণ্ডিত করতে মতামত দেওয়ার আগে ভাবনা-চিন্তা করে তবেই আপনার মতামত দাখিল করুন। আসুন দেশের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন আলো আনি।

আমাদের কাছে নয় বিচার্য
কে বা ধনী, কে দরিদ্র
উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য
সেই কাজ থাকবে নিরপেক্ষ।।

**আর্যকৃষ্টি অনুযায়ী রাষ্ট্রকে অবহিত করার জন্য
'বিধান বিনায়ক' গ্রন্থ থেকে
রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ**

“তোমরা

শাসন-সংস্থায় পদক্ষেপ করবার সাথে-সাথেই
কী দায়িত্বের কর্ণধার হয়ে পদক্ষেপ করছ—বোধিদীপনা নিয়ে
কুশলকৌশলী সমীক্ষ অনুচর্যার সম্মেলন-সহ
তা' স্মৃতিপটে জাগরুক রাখতে যত্নবান হয়ো,
আর, শ্রেয়নিষ্ঠায় অচ্যুত থেকে
হৃদ্য বৈধী ব্যাক্তিতে
অটুট হয়ে যাতে থাকতে পার,—
তাই করে চলো
সমস্ত প্রবৃত্তিকে শ্রেয়ার্থ-সংহত করে।

১। প্রথমেই নজর রেখো

বিবাহ ও সুপ্রজনন-সংস্কারের উপর,
শ্রেয়কুল-সংস্কৃতি-সম্ভূত কন্যা
যাতে অশ্রেয় বা অপকৃষ্ট-সংস্কৃতি-সম্পন্ন কুলে অর্পিত না হয়—
তার সুব্যবস্থা করো;
কন্যার কুল-সংস্কৃতি ও চারিত্রিক সঙ্গতি যেন বড় বা পুরুষের
কুল-সংস্কৃতি ও চরিত্রের অনুপমণী হয়;
গণ বা যৌতুক, লালসার অপসারণে লক্ষ্য রেখো,
পুরুষের সুকেন্দ্রিকতা ও নারীর সতীত্বের উপর ভিত্তি করে
তোমাদের গৃহ, সমাজ ও গণ যেন উদ্বর্দ্ধনমুখর হয়ে চলে;
প্রথমেই এ-কথা বলার উদ্দেশ্য এই—
সুজনন যদি না হয়, যে-নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জাতক
শ্রেয় জৈবী-সংস্থিতি পেয়ে আয়ু, মেধা, বল—
সুসঙ্গত চরিত্র এবং গুণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে কর্মানুপ্রেরণার যোগ্য হয়ে ওঠে—
তা যদি না করতে পার,
রাষ্ট্র-সংহতি ও রাষ্ট্রসত্তার সম্বর্দ্ধনা দিন-দিনই ঘোর তমসাবৃত
ও নিথর হয়ে উঠতে থাকবেই কি থাকবে;

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে অবহেলা করে
যে বিজ্ঞানেরই অবতারণা কর না কেন,
তা কখনও সহজ, সলীল, শুভসন্দীপী হয়ে উঠতে পারবেই না,
অমনতর অবাস্তুর কল্পনাও একটা মূঢ়তা মাত্র;
তাই, শুধুমাত্র বর্ণাশ্রমের নীতিবিধিকে
দক্ষচক্ষুতে সুনিয়ন্ত্রিত করে চলতে পারলেই
রাষ্ট্র-সংস্থা সৎ-সম্বদ্ধ হয়ে চলতে পারে,
প্রাচীন শাস্ত্রে এ-কথা বহুল কীর্তিত হয়ে আছে,
তাই, রাষ্ট্র-সংস্থার প্রধান করণীয়ই হচ্ছে বর্ণাশ্রমের ধারণ ও সংরক্ষণ।

২। কৃষি-ব্যাপারে

বীজ ও ভূমির সসঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য রেখো,
যে ভূমিতে যে বিজের ফলন পুষ্ট ও অধিক হয়ে ওঠে,
তার সুব্যবস্থা করো, কৃষি সম্বন্ধীয় চলনসই তত্ত্বগুলিতে
মানুষ যাতে শিক্ষা লাভ করে—
তার ব্যবস্থা ও যথাসম্ভব তাতে প্রেরণাসম্মুদ্র করে
কৃষি-ব্যাপারে লোককে এমনতর ব্যাপৃত রাখ,—
যাতে ক্রমশঃই নানা জাতীয় ফসলের প্রাচুর্য ঘটে ওঠে,
আর, শাসন-সংস্থার সুব্যবস্থা পরিচালনে
পুর্নবিভাগ, নদী-সংস্কার, সেচ ও বনব্যবস্থার সুনিয়ন্ত্রণে
তা দিগকে কৃষিকর্মের যথাসম্ভব সব দিক-দিয়ে সাহায্য করো,
যাতে খাদ্য-বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী না থেকে
দেশ স্বাবলম্বী তো হয়ে ওঠেই,
বরং উদ্বৃত্ত খাদ্যবর্গটনে অন্যের অভাবকেও দূরীভূত করতে পারে।

৩। মানুষের সম্মেলনকে

এমন উদ্দীপ্ত করে তোল, যাতে তারা যোগ্যতায় অভিদীপ্ত হয়ে ওঠে,
এবং পারদর্শিতা, বোধ ও শ্রমনিয়োজনে
দেশ ও বিদেশের প্রয়োজনে শিল্পের উন্নতি করতে পারে—
কুটিরশিল্পের সম্প্রসারণে সবিশেষ লক্ষ্য রেখে—
যাতে অধিকাংশ পরিবারই
শিল্প পরিচর্যার ব্যাপৃত হয়ে ওঠে,
আর ঐ জাতীয় সমস্ত ব্যাপারের জন্য

যে-যে উপকরণের প্রয়োজন
তা বিহিত ত্বরিতভাবে সরবরাহ কর—
শিল্পোপযোগী যন্ত্রপাতি ও শক্তি সরবরাহকে
সহজ, সুগম ও ব্যাপক করে তুলে;
সঙ্গে সঙ্গে যানবাহন ও যোগাযোগের বিহিত ব্যবস্থা কর,
যাতে কেউ জীবনচর্য্যার যোগ্যতার পরিচর্য্যার
কোন দিক-দিয়ে কোনরকমে ব্যাহত না হয়;
বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে—
শ্রমিকরা যাতে ধনিকের উপচর্য্যী হয়,
এবং ধনিকরা যাতে শ্রমিকদের সন্তাপোষণী হয়
আর, যোগ্যতায় অভিদগু হয়ে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে
শ্রমিকরা যাতে স্বাবলম্বি হয়ে ওঠে—
নিজের পরিবারকে শ্রমনিকেতন করে সম্পদে উদ্ভিন্ন হয়ে।

৪। ব্যবসা-বাণিজ্য-নিয়ন্ত্রণ

এমনই শুভ, সহজ, অনুচর্য্যাদীপক হওয়া উচিত,
যার ফলে বা যে নিয়ন্ত্রণে মানুষ এতটুকুও অভাব বোধ না করে,
বরং যোগ্যতা ও প্রাচুর্য্য উচ্ছল হয়ে ওঠে;
দেশে যা জন্মে, তার সহজ পরিবেশন
ও জীবন-চলনার পক্ষে যা নিতান্তই প্রয়োজনীয়,
অথচ দেশে পাওয়া যায় না;
বিদেশ হতে এমনতর দ্রব্যাদির শীঘ্র ও সহজ আমদানি
এমনতরভাবে যাতে মূল্য, বাহুল্যে মানুষ পীড়িত না হয়ে ওঠে,
বা কেউ তার অভাবে সঙ্কটাপন্ন হয়ে জীবন না হারায়—
অতীব তৎপরতা নিয়ে তীক্ষ্ণ চক্ষুর দিব্য বিবেচনায়
তার সমাধান হওয়া একান্তই সমীচীন—
অবাস্তর গণবিক্ষোভের অবসরই যাতে না থাকে
এমনতরভাবে; কৃষি ও শিল্পের উপচর্য্যী উৎপাদন ও বণ্টন
এবং বাণিজ্য ও বৈদেশিক অর্থ-বিনিময়ের
লাভজনক সুপ্রসারই হচ্ছে অর্থনীতির মূল ভিত্তি,
আবার কৃষিই এ-সবের মেরুদণ্ড,
যাদের কৃষি অব্যবস্থ—অনটনও তাদের অপরিহার্য্য,
তাদের পরশোষী না হয়ে উপায়ই থাকে না।

৫। শিক্ষাকে একানুধ্যায়ী আদর্শে

অনুচর্য্যী ধর্মের ভিত্তিতে সুসঙ্গত সন্তাপোষণী করে তোল,
যাতে কোন শিক্ষাই অন্য যা কিছুর সাথে
সঙ্গতির তাল রেখে সম্বদ্ধ সম্বর্দ্ধনায়
বাস্তব যোগ্যতার উৎক্রমণে উদ্গতি লাভ করতে না-পারে—
বৃথা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে না ওঠে;
শ্রদ্ধোষিত অন্তরাসী হয়ে প্রতিপ্রত্যেকে যাতে শিক্ষানুবর্তনায়
উচ্ছল চলনে চলতে পারে—
তার জন্য যথাবিহিত পরিবেশ সৃষ্টি কর;
শিক্ষকদিগকে ঐ অমনতর শিক্ষার মুর্তপ্রতীক হয়ে উঠতে হবে,
তারা যদি সুকেন্দ্রিক, একানুধ্যায়ী সশ্রদ্ধা না হয়ে ওঠেন—
অন্তরাসী সম্মেগ-সম্বদ্ধ হয়ে—
ছাত্রেরাও সুসঙ্গত হয়ে উঠবে না তাতে,
অন্তরাসী হবে না, যার ফলে, শিক্ষা
একটা শাতনী পটভূমিতে আবর্তিত হয়ে উঠবে;
শিক্ষার সাথে বৈধানিক দক্ষতা ও শক্তি
এমনতর সৃষ্টি, সবেগ ও কর্মঠ হয়ে ওঠা চাই,
যার ফলে মানুষ কোন ব্যাপারের সম্বুখীন হলেই
মুহূর্তে সেগুলি উপলব্ধি করতে পারে,
ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎকে
দেশকালপাত্র ও অব্যবস্থার ভিতরেও
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের সঙ্গতি নিয়ে
লহমায় বেছে নিতে পারে।

৬। গবেষণা কেন্দ্রগুলিকে দেশের

দীপালি-বিক্ষণাগার করে তুলতে হবে,
সুসঙ্গত সন্তাপোষণী সমাচার
যাতে সুদূরপ্রসারী পরীক্ষায় সুনিশ্চর্য্যী তাৎপর্য্য
সবার কাছে উপস্থিত হয়,
যার পরিপালনে তারা জীবন ও সম্বুদ্ধিতে
আরো হতে আরোতর উদ্বর্দ্ধনায়
নিয়ত চলৎনশীল থাকতে পারে,
আদর্শ ও ধর্মের ভিত্তিতে নিটলভাবে দাঁড়িয়ে—
তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। তোমাদের স্বাস্থ্যে অভিযান যেন

গ্রামের কানায় কানায় উপস্থিত হয়,
সদাচার ও স্বাস্থ্য, নীতিগুলিতে
প্রতিটি ব্যক্তি যেন পারদর্শী হয়ে ওঠে,
ঔষধ, পথ্য, চিকিৎসা ও বৈদ্যের যেন এতটুকু অভাব না ঘটে,
তোমাদের গণজীবন স্বাস্থ্যে, বীর্যে অযুত-আয়ু হয়ে
বীর্যবান যোগ্যতা নিয়ে তাদের অস্তিত্বকে স্বস্তি-বিকিরণে
যেন বিকিরণ করে তোলে—
হৃদয় হয়ে, তৃপ্তিপ্রদ হয়ে মধুদীপনার রশ্মিজাল বিচ্ছুরণে
অস্তিত্বের সামগানে সমৃদ্ধ করতে পারে সবাইকে।

৮। শান্তিরক্ষক-বিভাগ ও সৈন্য বিভাগ

সুষ্ঠু সন্দীপনায় আদর্শপ্রাণ ধর্ম্মানুগ ভিত্তিতে
অসৎ-নিরোধি হয়ে যাতে প্রতি প্রত্যেকের আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে,
সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো,
ব্যতিক্রমে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করো;
নিরাপত্তা যেখানে সন্দেহের নিরোধও সেখানে অব্যর্থভাবে প্রয়োজন—
ক্ষিপ্ত তৎপরতায়; আর, শান্তিরক্ষক ও সৈন্য-বিভাগের
প্রতি প্রত্যেকে যেন একানুধ্যায়ী, ধর্ম্মপ্রদীপ্ত
সৌকর্য্য-সমন্বিত ঐ শাসন সংস্কার
স্বভাব-যাজি হয়ে ওঠে—
বাক্য, ব্যবহার ও কর্ম্মের সুসঙ্গতির তালে, যার ফলে, প্রত্যেকটি মানুষ
উপলব্ধি ও উপভোগ করতে পারে ঐ শাসন-সংস্থা
তাদের কাছে কতখানি শ্রেয় বা প্রিয়,
সবাই যেন একটা আসান ও আশা পায়,
শান্তিকেও তারা যেন স্বস্তি বলে আলিঙ্গন করতে পারে।

৯। গুপ্তচর-বিভাগকে

এমনতর ক্ষিপ্ত, দক্ষ, নিপুণ, বিশ্বস্ত ও তৎপর করে তুলতে হবে—
আপ্রাণ শ্রেয়ার্থ-অভিদিপনা-নিবদ্ধ করে,
যেন তারা যাই করুক না কেন—শ্রেয়ার্থকে
কিছুতেই বিসর্জন দিতে না পারে,
তাদের জীবনমূল যেন এতই ধর্ম্মভিত্তিতে প্রোথিত থাকে যে,

তাকে উল্লঙ্ঘন করা তাদের পক্ষে দুর্ভাবনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়;
তাদের চক্ষু, কণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক ইত্যাদিকে
এতই তীক্ষ্ণ ও নির্ভুল বোধপ্রবণ করে তুলতে হবে—
যাতে তারা স্বতঃই, বিচক্ষণ বোধ-তাৎপর্যশীল হয়ে ওঠে,
তাদের উপস্থিতবুদ্ধি, বাক্য-বিন্যাস এমনতর করে তুলতে হবে—
যাতে কোন বিষয়ে তাদের বিবরণ বাস্তবতারই বাক-ছবি হয়ে ওঠে,
তাদের ধারণাগুলিকে এমনতর সুস্থ ধৃতি-প্রবণ করে তুলতে হবে—
যাতে বিবরণে কোনমাত্র ব্যাতিক্রম না হয়,
অযথা অপকৃষ্ট ধারণাদুষ্ট হয়ে বা বাস্তব বিষয়ের অসাম্প্রতিকারে
তাদের প্রদত্ত কোন বিবরণের দ্বারা কেউ যেন
অযথাভাবে আক্রান্ত বা বিমর্দিত না হয়,
আবার, আলস্য বা প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ হয়ে তাদের ক্ষিপ্ত নৈপুণ্য
একটুকুও যেন বিকম্পিত না হয়ে ওঠে,
দুষ্ট পরিবেশ বেষ্টিত হয়েও তাদের এমনতর
উপস্থিতবুদ্ধির তালিমসম্পন্ন হওয়া উচিত—
যাতে তারা যে-কোন অবস্থায় পড়ুক না কেন,
সে-ব্যুহ ভেদ করে ফিরে আসা
তাদের পক্ষে হস্তামলকবৎ হয়ে ওঠে,
তারা যেন সাহস ও প্রত্যয়ে অভিদীপ্ত হয়ে চলে,
দেবপ্রভ চরিত্র, সাতন-ভেদী ইন্দ্রিয় ও বোধি-সমন্বিত যে যত—
সেই তত শ্রেয়, দক্ষ, পারদর্শী, কর্ম্মপটু হয়ে থাকে,
নিষ্ঠা, সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যাবসায়
ও কর্ম্মপটু তীব্রবীর্য্য বোধায়নী সন্ধিৎসাই হচ্ছে
তাদের প্রিয় সম্পদ—গুপ্তচর-বিভাগ ছাড়া
রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও উৎকর্ষ-অভিধ্যায়িতার জন্য
উপযুক্ত সন্ধানী বিভাগেরও প্রয়োজন,
যারা দক্ষ, কর্ম্মপটু, সুসন্ধিৎসু, নিপুণ অভিধ্যায়িতা নিয়ে
ক্ষিপ্ত তৎপরতার সহিত রাষ্ট্রের সম্পদ ও আপদকে
সম্যকভাবে নির্দ্বারণ করে চতুর বৈধী-তৎপরতায়
উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণে আপদকে নিরাকরণ করে
সম্পদকে সুবর্দ্ধিত করে তুলতে পারে,
উক্ত বিভাগে সত্তাপোষণী ধর্ম্মানুগ সুনিষ্ঠ একানুধ্যায়ী তাৎপর্য্যবান
পটু, শ্রমপ্রিয়, ধীমান কর্ম্মীরা নিয়োগও একান্ত প্রয়োজন।

১০। বিচারালয়ে বিচারক

ঐ সশ্রদ্ধ ধৰ্ম্মানুগ একানুধ্যায়িতা নিয়ে যেন এমনতর
বিচার ও সুশাসন-তৎপর হয়ে ওঠেন—
যাতে সব্যস্তি প্রত্যেকেটি গুণগুচ্ছই
তাতে আস্থাসম্পন্ন, তৃপ্ত ও সন্দীপ্ত হয়ে
শাসন-সংস্থায় আত্মনিয়োগ করে,
তার সৌকর্য্যে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে—
স্বাভাবিক স্বতঃ-সন্দীপনায়।

১১। কর্মচারী নিয়োগ-ব্যাপারে

প্রথমেই দেখা উচিত
সংস্কৃতি তার কুল ও বংশ দেখতে হবে
মাতৃকুলই হোক বা পিতৃকুলই হোক—
তাতে কোনরকম অশ্রেয় বা অবৈধ বিক্ষেপ আছে কিনা,
কারণ তা থাকলে, সে যত বড়ই দক্ষ
ও বোধীবীর্য্যবান হোক না কেন,
অবিশ্রুত হওয়ার ঝোঁক তাতে কিছু না কিছু থাকবেই;
আবার, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি
যেন একমাত্র বিচার্য্য না হয়ে ওঠে,
বিশ্রুত, দক্ষ, বীর্য্যবান, কর্মঠ পারদর্শিতাকে ভিত্তি করেই
নির্বাচন-বিচার চালানো যুক্তিসঙ্গত,
তার সাথে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা থাকে—
সে তো ভালই, তাছাড়া
স্বাস্থ্য, মনোবল, সাহস, বোধিদক্ষতা, অনুবর্তিতা, উপস্থিতবুদ্ধি,
সুসঙ্গত ক্ষিপ্ত চিন্তাসঙ্গতি, সুসিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা,
নির্ভুল ও ক্ষিপ্ত সম্পাদনী তৎপরতা ইত্যাদি দেখা অতীব সমীচীন;
এগুলি দেখতে হবে,
যে যে-পদের প্রার্থী তার উপযোগিতা-অনুপাতিক—
জৈবী-সঙ্গতিকে ভিত্তি করে।

১২। স্বরাষ্ট্র ও বৈদেশিক দপ্তরকে

এমনতরই সাবুদ করে তুলতে হবে,
যাতে স্বরাষ্ট্র ও বিদেশের সুসঙ্গত পারস্পরিক অনুচর্য্যার

কোথাও এতটুকু অবিবেকী অসামঞ্জস্য না থাকে,
তারা বান্ধবতায় সুনিবন্ধ হয়ে ওঠে—
পারস্পরিকতায়, রাষ্ট্রসত্তা ও স্বার্থকে অব্যাহত রেখে,
সত্তাপোষণী ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আদর্শানুগ রাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যকে অটুট রেখে,
সম্ভ্রমাত্মক অনুবেদনী আনতির সহিত;
বৈদেশিক বান্ধবতা যেন অচ্ছেদ্য থাকে,
কোনপ্রকার কুটকৌশলই যেন
ঐ বান্ধবতাকে ছিন্ন করতে না পারে,
তাদিগকে এমনতর করে তোল
যাতে তারা তোমার রাষ্ট্রীয় সত্তাআর সংরক্ষণ
ও তৎপরিপন্থী যা কিছু নিরাকরণে অপরিহার্য্যভাবে
সক্রিয় স্বতঃ অনুধ্যায়ী হয়ে ওঠে।

১৩। আবার, ঐ আদর্শকে রূপায়িত করতে

রাষ্ট্রদূতও তেমনতরভাবে নিয়োগ করো,
রাষ্ট্রসত্তায় স্বার্থবান, সদ্বংশজ, বিদ্বান,
সুসঙ্গত বোধিপরায়ণ, উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন, নীতিজ্ঞ, মিষ্টভাষী,
ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও আদর্শে অচ্যুত সুনিষ্ঠ,
কৌটিল্য-অভিজ্ঞ, ইঙ্গিতজ্ঞ, মর্মান্বজ্ঞ—
মোক্তা কথায়
এই জাতীয় জন্ম ও গুণবিশিষ্ট শ্রেয়ার্থপরায়ণ লোকই কিন্তু
দৌত্যের উপযুক্ত পাত্র, বিসদৃশ্য, বিশৃঙ্খল যা—
আদর্শ, ধর্ম্ম ও কৃষ্টি-সমন্বিত রাষ্ট্রসত্তা ও স্বার্থকে
ব্যাহত করে, খাটো করে বা নিন্দা করে যা—
সুযুক্তিপূর্ণ তথ্য-সমন্বিত বাক্য, ব্যবহারের ভিতর-দিয়ে
তাকে নিয়ন্ত্রিত করে রাষ্ট্রসত্তা ও স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে—
এমনতর উপস্থিতবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত-বী-সমন্বিত
কুট-কৃতি পরিচর্য্যাসম্পন্ন ব্যাক্তিই দৌত্য-ব্যাপারে বাঞ্ছনীয়।

১৪। প্রাচার প্রাচুর্য্য এতই হওয়া উচিত—

যাতে দেশের আদর্শ, দেশের কৃষ্টি, দেশের বিবর্তনী পদক্ষেপ,
বিদেশের প্রত্যেককেই মুগ্ধ ও আন্দোলিত করে তোলে—
উন্নয়ন-অনুশীলনী সম্মুখে—সবাই শ্রদ্ধাবন্ত হয়ে ওঠে

তোমার দেশের গণ ও ব্যাপ্তিতে; ধর্মের মূলসূত্র যা,
আদর্শ, কৃষ্টি এবং সন্তাপোষণী নীতি যেগুলি;
সে-সবগুলি বিহিতভাবে উদ্ভিন্ন করে, সঞ্চারিত করে, নিয়মন করে
যাতে প্রত্যেকটি ব্যাপ্তি তত্ত্বাবানিত হয়ে ওঠে একত্বানুধাবনী তাৎপর্য্যে,
পারস্পরিক বৈশিষ্ট্যপোষণী সশ্রদ্ধা পরিচর্য্যায়,
বাক্য, ব্যবহারে, চলনে—তার বিহিত ব্যবস্থা করা নিতান্তই সমীচীন,
আর, ঐ সমীচীনতার অবহেলা যতই বেশি হয়ে ওঠে,
একনুধ্যায়ী সংহতি-স্বাতন্ত্র্য পারস্পরিক সহযোগিতা
যোগ্যতা-অভিদিগু বিবর্তনী অনুপ্রাণনা
ক্রমশঃই অপলাপের দিকে চলতে থাকে ততই,
তখন সন্তাতান্ত্রিকতার বদলে আসে—
প্রবৃত্তির ব্যাভিচারী পরিক্রমা, দুর্বুদ্ধির উদগ্র লেলিহান সম্মেগ,
যা নিজের সন্তাকেই আয়বাদ দিয়ে পরিশোষণ করে
তারই উপভোগ্য উপকরণ-সংগ্রহে আগ্রহবিধুর হয়ে ওঠে,
এই হচ্ছে শিতনী সঞ্চলন—
ব্যাস্তি, গণ ও রাষ্ট্রকে সর্ব্বনাশে সমাধিগ্রস্ত করার
আত্মঘাতী আবেগ—যা গণবিদ্রোহের সৃষ্টি করে তোলে।

১৫। শাসন সংস্থা নিজে

তার প্রতিটি কর্মচারী-সহ যথাসম্ভব একানুধ্যায়িতার সহিত
পরার্থপরতার সম্মেগ নিয়ে কৃতি-অধ্যুষিত সন্দিপনায়
যেন রাষ্ট্রের প্রতিটি ব্যাস্তিকে দেখা-শোনা করেন,
তা ছাড়া, নিয়মিতভাবে নগর বিশেষতঃ পল্লী-পরিদর্শন,
লোকের সুখ দুঃখ, অভাব-অভিযোগের তথ্য গ্রহণ,
তন্নিরাকরণী যোগ্যতা-সন্দীপী আলোচনা,
অথবা অবাস্তুর ব্যয়বাহুল্যের সঙ্কোচ ও সুনিয়মন,
এবং বিশেষ বিষয়ে বিহিত স্থানে আপরণী সাহায্য-দানের
এমনতর ব্যবস্থা যেন করেন
যার ফলে প্রতিপ্রত্যেকের বোধে উপস্থাপিত হয় যে—
শাসনসংস্থা তার প্রতিটি ব্যাস্তি-সহ
তাদের কাছে কতখানি আত্মীয়ভাবাপন্ন;
এটা একটা অপরিহার্য্য করণীয়।

১৬। কর ধার্য্য এমনি করে করো—

যাতে মানুষের কর তোমার শাসন-সংস্থার সহায় হয়ে ওঠে,
সম্বর্দ্ধনার শক্তি হয়ে ওঠে,
তোমার কর যেন মানুষের করকেই আলিঙ্গন করে,
আবার মানুষের যোগ্যতা ও আন্তরিক আগ্রহ কন্মদীপ্ত হয়ে
যেন এমনতর উপচর্য্যী হয়ে ওঠে—
এবং তোমাদের পালন পরিচর্য্যায়
এমনতরই সম্বুদ্ধ ও সম্বুদ্ধ হয়ে ওঠে;
যার ফলে, প্রতিটি গণের আগ্রহ-উদ্দীপ্ত আবদানে
তোমাদের রাজকোষ উচ্ছল চলনায় চলতে থাকে,
আর, তার ব্যবহারও যেন এমনতর হয়—
যাতে ঐ কোষ অবাধভাবে উপচর্য্যী চলনে চলতে পারে
এবং ব্যয়টাই যেন উপচয়ের কারণ হয়ে ওঠে;
রাজকোষ যেখানে অপটু,
গণযোগ্যতাকে সম্মেগে প্রবুদ্ধ করে
উৎপাদন-হারকেই প্রবুদ্ধ করে তোলে—
ক্রমচলনের ভিতর দিয়ে,
আর রাজকোষকে উচ্ছল করে তুলতে চেষ্টা কর—
সম্মেত সানুকম্পী পরিচর্য্যায়; গণসত্তার নিরাপত্তার জন্য
আয়ের একদশমাংশ সংরক্ষিত করে
অন্যায়্য-ব্যয়-সঙ্কোচে ন্যায়্য নিয়ন্ত্রণে
গণ-নিরাপত্তাকে অটুট করে তোলে,
আর, গণসত্তা-পোষণ ও প্রবর্দ্ধনের জন্য যা প্রয়োজন
তা ঐ নয়-দশমাংশের ভিতর নিষ্পন্ন করতে চেষ্টা কর;
যতক্ষণ পর্যন্ত কোন উৎপাদন
তেমনতর প্রাচুর্য্যে উপস্থিত না হয়—
যার ফলে, নিরাপত্তার ব্যয়
ঐ উপচিহ্নিত ভাণ্ডার থেকেই সচ্ছল হয়ে ওঠে,
ততদিন শ্রমপটুতাকে উপেক্ষা না করে
উৎপাদনকে আরো-আরো সম্বুদ্ধ করে তুলো;
তাতে তোমার রাষ্ট্রসত্তাও পরাক্রমশীল হয়ে উঠবে।

১৭। নিজের দেশের দুর্ব্বলতা যেগুলি আছে,

সেগুলির সংস্কারে জাতিকে সবল করে তুলতে হবে,

অনটনের অপনোদনে দেশকে প্রাচুর্য্যে উদ্ভিন্ন করে তুলতে হবে,
অপটু যারা তা দিগকে পটুত্বে প্রকৃষ্ট করে তুলতে হবে,
যারা অপলাপের কোলে অবশায়িত
তাদিগকে উদ্গতিশীল করে তুলতে হবে,
সৎ-কে আরো আরোতে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে—
বৈধী বৈশিষ্ট্যপালী বিবর্তন-পদক্ষেপী করে সুকেন্দ্রিকতায় সুনিবদ্ধ করে।

১৮। অবিষ্মততা ও কৃতঘ্নতাকে

উপযুক্ত উপায়ে নিরোধ করবেই কি করবে—
ক্ষিপ্ত তৎপরতায়, যার ফলে, মানুষের ঐ প্রবৃত্তি
বৃদ্ধিপর না হয়ে ক্রমশই সঙ্কুচিত হয়ে
আপলাপে নিঃশেষ হয়ে ওঠে—
যেখানে দেখবে—অসৎ যা, বিরোধী যা
আদর্শ, ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-বিধ্বংসী যা
নিয়তই ক্রুর ও সাঙ্ঘাতিকভাবে
তোমার সংস্থা ও সত্তার অপঘাতী হয়ে চলেছে—
সদৃঢ় প্রস্তুতি নিয়ে তাকে অনতিবিলম্বেই নিরোধ করতে
একটুকুও ত্রুটি করো না, বিলম্বে তাকে হয়তো আয়ত্তে আনা
সুকঠিনই হয়ে উঠতে পারে;
সম, দান, ভেদ ও দণ্ডের প্রতি বিশেষ বিবেচনা
ও অনুধ্যায়ী বিচারণার সহিত যেখানে যখন যেমনটি প্রয়োজন
সত্তাসম্বর্ধনা ও অসৎ-নিরোধে সেখানে তেমনতরই
যথাসম্ভব প্রস্তুতির আবহাওয়া নিয়ে
তা নিষ্পাদন করতে একটুও অবহেলা করো না;
সাম-দানে যদি সমস্যা সমাধান লাভ করে
তবে ভেদ সৃষ্টি করতে যেও না,
ভেদেই যেখানে তা নিরাকৃত হয় সেখানে দণ্ড দিতে যেও না;
কিন্তু দণ্ড যেখানে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছে
সেখানে দণ্ডকে ত্যাগ করো না, আবার, কোথাও প্রয়োজন হলে
যুগপৎ চতুঃ-পন্থাই অবলম্বন পার;
ফলকথা, অবৈধ যা, অসৎ যা, অন্যায় যা,
তা যেন ভিত, ব্রহ্ম শ্রদ্ধাবনত হয়ে থাকে
তোমাদের শাসন-নিয়ন্ত্রণের ফলে।

১৯। সর্বোপরি, তোমাদের শাসনসংস্থা যেন

বৈশিষ্ট্যপোষণী লোকপালি সংস্থা
ও সুসজ্জত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পরিপোষণে যত্নবান্ হয়,
বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ বিজ্ঞ-মহানদের প্রতি
বিশেষ সম্মান ও অনুচর্যা নিয়ে চলে,
আর, শাসন-সংস্থার পরিচালকবর্গ যেন
দেশের পূরয়মাণ ধর্ম-প্রবক্তা যারা তৎসংশ্রয়ে উপস্থিত হয়ে
সশ্রদ্ধ আগ্রহে, উন্মুখ আপ্রাণতা নিয়ে
আলাপ-আলোচনার ভিতর-দিয়ে
তাদের দূরদর্শী উপদেশ ও অনুশাসন-গ্রহণ
ও তৎপ্রবর্তনায় মনযোগী হন, এতে শাসন সংস্থা স্বতঃই
অভ্যুদয়ী কল্যাণের পথে চলতে পারবে।

২০। এইতো গেল সেগুলি—

মোটা কথায় যা আমার ইয়াদে আসে;
তবে আর মনে হয়, শাসন-পরিষদ বা শাসন-সংস্থার বাহিরে
সব সময়ই এমনতর একজন প্রাজ্ঞ বহুদর্শী
ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্মের অনুচর্য্যাপরায়ণ, বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
কেউ যদি থাকেন, যিনি ঐ শাসন-সংস্থার
সমস্ত নিয়মন ও পরিচালনে নিয়ত লক্ষ্যে রেখে
বাস্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে লোকের অভিধ্যায়ী প্রয়োজনগুলিকে
অবলোকন করে থাকেন—
সম্যক্ তাৎপর্য্য অভিগমনশীল হয়ে সুসজ্জত সূত্রকে অনুভব করে—
শ্রদ্ধাবনত অন্তকরণে আগ্রহদীপনার সহিত
বোধায়নী পরিচর্য্যার পরিপ্রশ্ন ও সেবার দ্বারা
আলোচনায় সমস্ত ব্যাপারগুলিকে অনুধাবন করে
যখন যে-ব্যাপারে যেমন প্রয়োজন তার মত
ও কুশলকৌশলী নিয়মণের মন্ত্রণা নিয়ে—
তা পুণ্ডনীতি সম্বন্ধেই হোক আর কৌটিল্য সম্বন্ধীয়ই হোক,
নিজদিগকে তদনুপাতিক সংস্থ করে চলতে পারলে
শাসন-সংস্থা আরও সুষ্ঠু, সুকেন্দ্রিক ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে
অচ্যুত আদর্শাভিগমনে; কারণ, যারা দাবা খেলে,—
নিজেদের দুরাগ্রহ ঔৎসুক্য-বশতঃ

তাদের বোধদীপ্তি অনেকখানি অবসন্ন হয়ে ওঠে,
 ঐ কুশল কৌশলী তাৎপর্য-পরায়ণ
 বোধিসম্পন্ন পৃষ্ঠপোষকের ইঙ্গিত
 তখন সাফল্যের দিকেই নিয়ে যায়,
 আমার বুদ্ধি ও বিবেচনা-মার্কিক শাসন-সংস্থার বাহিরে
 এমনতর একজন মানুষের প্রয়োজন অপরিহার্য
 যদিও সব ক্ষেত্রে, সব সময়ে এমনতর লোক পাওয়া দুষ্কর;
 আর, এমনতর লোক থাকুন আর নাই থাকুন—
 শাসন সংস্থার বাহিরে সব সময়
 এমন শক্তিশালী নাগরিক সংস্থার প্রয়োজন,
 যে সংস্থা নাগরিকদের ভিতর থেকে
 ইষ্ট, কৃষ্টি ও ধর্ম-অনুশাসন-সমৃদ্ধ, শ্রেয়-কুল-সম্ভূত
 আদর্শপ্রাণ সর্বসঙ্গত বোধসম্ভারসম্পন্ন বেদ-বিজ্ঞানবিৎ, কর্মপ্রাজ্ঞ,
 বৈশিষ্ট্যপালী-আপূরয়মাণ-শ্রেয়নিষ্ঠ সভ্য দ্বারা সুসংহিত হবে,
 সুনিবদ্ধ হয়ে রইবে—
 যারা ধর্মানুগ অস্তিত্ববুদ্ধির নিয়মানে গণ জীবনকে
 যেমনতরভাবে নিয়ন্ত্রিত করা উচিত তা তো করবেনই
 আরো, শাসন-সংস্থার
 যে-কোন বিধি প্রণয়ন করতে হলে, তাদের অনুমতি ছাড়া
 তা ঐ বিধান-সভায় উত্থাপিত হতে পারবে না;
 পরিস্থিতি, দেশকালপাত্র ও প্রয়োজন-অনুপাতিক
 এমনতর ব্যবস্থা যদি না হয়,
 ধর্ম-অনুচর্যা ও তদনুপ্রাণনার ভিতর-দিয়ে
 যোগ্যতার অভিদীপনী অনুপ্রেরণায় মানুষ অস্তিত্ববুদ্ধির পথে
 আদর্শানুগ সুসম্বদ্ধ নিয়মানে চলতেই পারবে না—
 বৈশিষ্ট্যপালী ব্যক্তিতাত্ত্বিক স্বচ্ছন্দতাকে অক্ষুণ্ন রেখে;
 আরো, তা ছাড়া ঐ শাসন-সংস্থার কর্মচারীদের
 বিকৃতি-ব্যভিচারি, ব্যতিক্রম ইত্যাদিকে
 সুনিয়মন ও সুশাসন-সমৃদ্ধ করে
 কুৎসিত আচরণকে সংযত করা দুঃসাধ্যই হয়ে উঠবে,
 তাই, তাঁদের অনুমোদন ও প্রস্তাবে
 শাসন-সংস্থা স্বতঃ ও সর্বতোভাবে
 বাধ্য থাকবেই কি থাকবে;

এর ব্যতিক্রমে ব্যভিচার, বিভ্রম
 ও দুর্মদ দুঃশীলতার উদ্ভব অতিনিশ্চয়,
 নগর, মহাকুমা, থানা ও বিশিষ্ট গ্রাম—
 প্রত্যেক জায়গায়
 এই বেসরকারি সংস্থার প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত
 আর, কোনো জায়গায় পাঁচ হতে পনের জনের বেশি
 সদস্য না থাকা ভাল,
 ঐ প্রতিষ্ঠান তত্ত্বৎ এলাকায় শাসন-সংস্থার কার্যাবলীর প্রতি
 তীক্ষ্ণ নজর রেখে তাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করায় সাহায্য করবেন
 এবং তাঁদের কেন্দ্রীয় সংস্থা ও শাসন-সংস্থার উর্ধ্বতন স্তরে
 স্থানীয় শাসনকার্যে-সংক্রান্ত নিয়মিত বিবরণ দাখিল করবেন—
 গঠন ও সংশোধনমূলক নির্দেশ সহ,
 এই সংস্থার সভ্যদের পক্ষে
 শাসন-সংস্থার প্রসাদভুক হওয়া ও কোন সংঘাত বা প্রলোভনে
 নিজেদের বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ
 আদর্শ, ধর্ম ও কৃষ্টি-সংহত ব্যক্তিত্বকে
 বিপথ-প্রভাবানবিত হতে দেওয়া নিতান্তই অযোগ্যতা
 ও অনুপযুক্তার পরিচায়ক;
 আমার মনে হয়, শাসন সংস্থার পশ্চাতে
 যদি এমনতর কোন বন্ধা না থাকে—
 অনুপযুক্তের আধিক্যে সম্প্রদায়, সমাজ ও রাষ্ট্রিক সংস্থা
 বা বর্ণাশ্রমের বিভবের ধূলিসাৎ হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকবে না;
 ব্যবস্থা যাই কর না কেন, তা যদি জীবন ও বর্দ্ধনার
 অনুপোষণী না হয়—
 তদনুপাতিক যদি বিন্যাস না হয়; তা কিন্তু সর্বনাশা,
 তাতে জাতিও শক্তিহীন, সংহতহীন, আদর্শহীন, ধর্ম ও কৃষ্টিহীন হতে
 বাধ্য হবেই কি হবে, এই সমস্ত বিনায়নার ভিতর-দিয়ে
 লোকযোগ্যতাকে এমনতর ত্বরিত-দক্ষ করে তুলবে—
 যাতে তারা সর্বতোভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে,
 তা ছাড়া, কোন তন্ত্র, পদ্ধতি বা বন্দোবস্ত
 সময়-সংঘাতে যদি ভেঙ্গে যায়—
 তাহলেও তৎক্ষণাৎই তারা ত্বরিত-দক্ষতায়
 সেগুলিকে এমনতর সহজভাবে বিনায়িত করে তুলতে পারে—

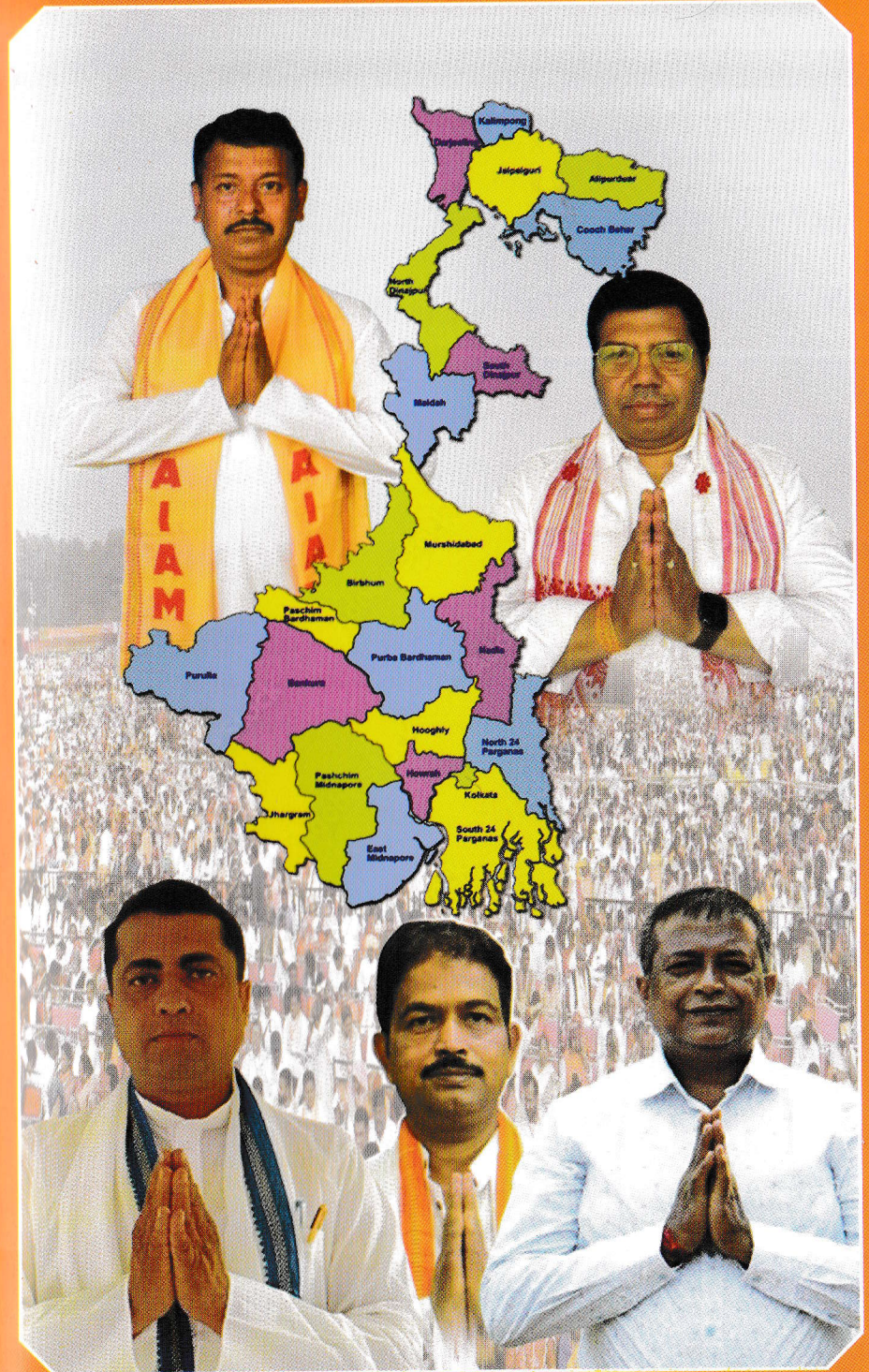
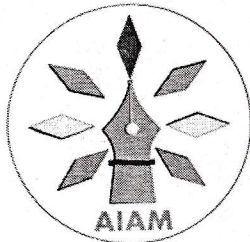
যার ফলে, ঐ ব্যতিক্রম দ্বারা তারা কোনপ্রকারে
নিষ্পেষিত বা বিপাক বিধ্বস্ত হয়ে না ওঠে,
আর, কাউকে উঠতেও না দেয়,
আর এইটাই হচ্ছে—ব্যক্তি ও সমষ্টিগত জীবনে
বিধানের অনুশাসন-নিয়মনার বাস্তব অবদান;
যতক্ষণ এমনতর না হচ্ছে, বুঝে নিও—
তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেনিকো তখনও;
আবার, ব্যবস্থা নিখুঁত ও সর্বঙ্গসুন্দর হলেও
তা যদি যথযথভাবে পরিপালিত না হয়—
তবে তাও ঈঙ্গিত ফলপ্রসব করতে পারে কমই;
ঈঙ্গরই আধিপত্যের গতি-সম্বেগ,
ঈঙ্গরই বাঁচা-বাড়ার বিধায়নী ধাতা, ঈঙ্গরই ধৃতি
তদনুশাসন-অনুশীলনী শিক্ষা
ও সার্থক-সম্বর্দ্ধনী তৎপরতাই হচ্ছে
মানুষের বিভব।

(বিধান-বিনায়ক, ৩৮৭)

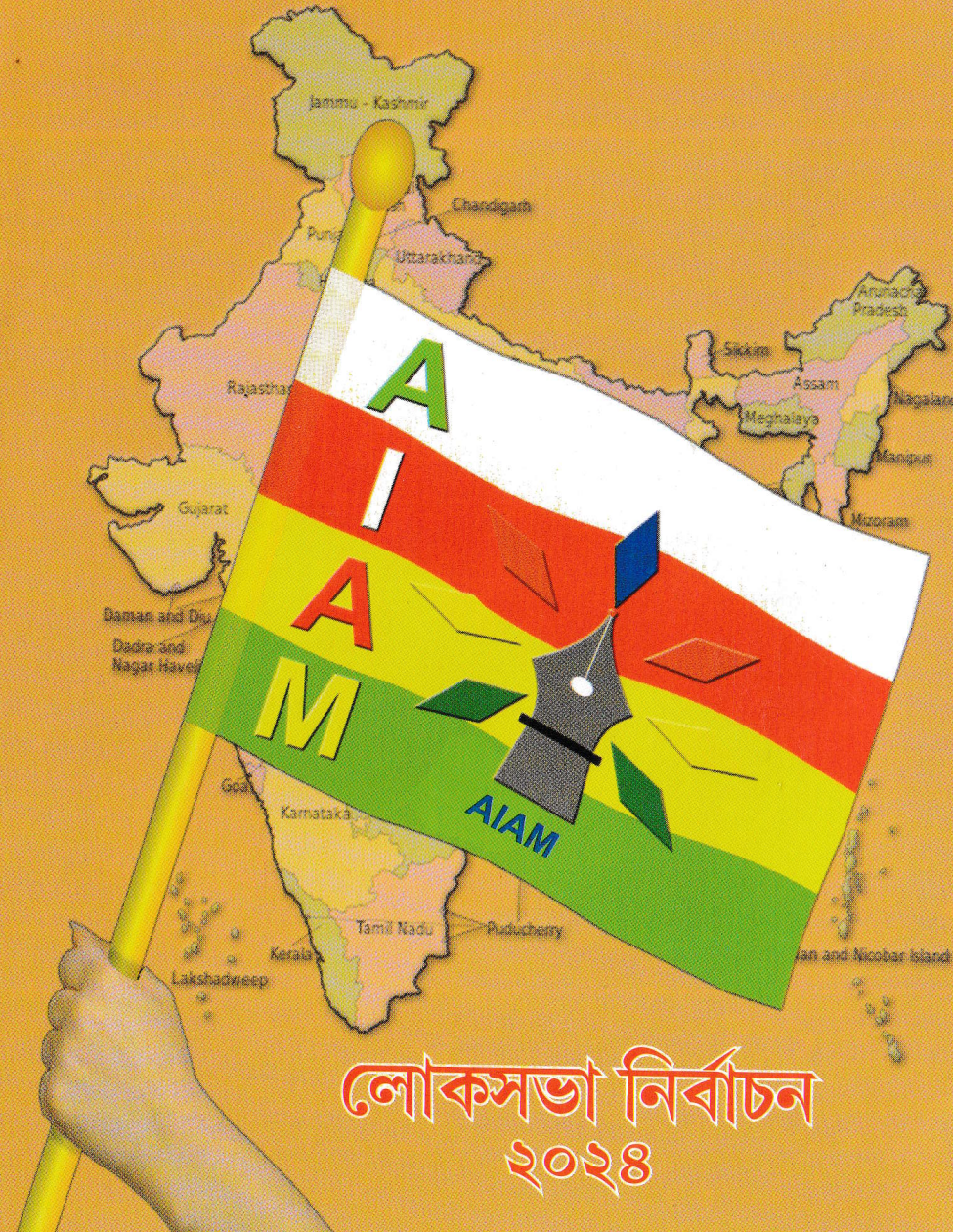
ভগবিভূতি! সবিতা! সৌরি!
সুন্দরশ্রী! বিশ্বদৃক! পালনধৃতি!
পরমপুরুষ! নমস্তে।

অন্তর্দেবতা পরমপিতার শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে সবাই ভাল থাকবেন।

“বন্দে পুরুষোত্তমম্! বন্দে পুরুষোত্তমম্! বন্দে পুরুষোত্তমম্!”



সারা ভারত আর্থ মহাসভা



লোকসভা নির্বাচন
২০২৪